পরিকল্পিত পরিবার সবার অধিকার
নিশ্চিত করি এ অঙ্গীকার

বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস

১১ জুলাই ২০০৮

WORLD POPULATION DAY

11 July 2008

IT'S A RIGHT
LET'S MAKE IT REAL

Directorate General of Family Planning, Ministry of Health & Family Welfare

বিশেষ ক্রোড়পত্র

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা
২৭ আষাঢ় ১৪১৫
১১ জুলাই ২০০৮

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যদিয়ে বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এ বছর বিশ্ব জনসংখ্যা দিবসের প্রতিপাদ্য **'পরিকল্পিত পরিবার সবার অধিকার, নিশ্চিত করি এ অঙ্গীকার'** বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে যথার্থ বলে আমি মনে করি।

পরিকল্পিত পরিবার একটি দেশের উন্নয়নের অন্যতম পূর্বশর্ত। পরিবারের আকার ছোট হলে তা সদস্যদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসহ অন্যান্য মৌলিক অধিকার পূরণের পাশাপাশি সুখী ও সমৃদ্ধ দেশ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশের আয়তন, অবস্থান, জনসংখ্যা, প্রাকৃতিক সম্পদ, পরিবেশ, আর্থ-সামাজিক অবস্থা ইত্যাদি বিবেচনায় রেখেই পরিকল্পিত পরিবার গঠনে আমাদের উদ্যোগী হতে হবে। সরকার বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব অনুধাবন করে অগ্রাধিকারভিত্তিতে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে নানা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। গৃহীত এসব কর্মসূচিতে সমাজের সকল স্তরের জনগণকে সম্পৃক্ত করে পরিকল্পিত পরিবার গড়ে তোলার জন্য আমি আহ্বান জানাই।

আমি বিশ্ব জনসংখ্যা দিবসের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

আল্লাহ হাফেজ, বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।

প্রফেসর ড. ইয়াজ উদ্দিন আহম্মেদ

'পরিকল্পিত পরিবার সবার অধিকার, নিশ্চিত করি এ অঙ্গীকার'

পরিবার পরিকল্পনা এখন বিশ্বব্যাপী মানুষের মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত। ১৯৬৮ সালে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার বর্ষ উপলক্ষে জাতিসংঘ সম্মেলনে সদস্য রাষ্ট্রসমূহের নেতৃবৃন্দ স্বীকার করেন যে, প্রত্যেকেরই স্বাধীনভাবে ও দায়িত্বশীলতার সাথে সন্তানসংখ্যা নির্ধারণ ও দু'সন্তানের মাঝে বিরতির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার মৌলিক অধিকার রয়েছে। ১৯৯৪ সালে কায়রোতে অনুষ্ঠিত জনসংখ্যা ও উন্নয়ন বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে (ICPD) ২০১৫ সালের মধ্যে সার্বজনীন নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সকল দেশের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। এ প্রেক্ষাপটে, বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস ২০০৮ -এর প্রতিপাদ্য হলো 'It's a right, let's make it real.' যার বাংলা রূপান্তর করা হয়েছে– **"পরিকল্পিত পরিবার সবার অধিকার, নিশ্চিত করি এ অঙ্গীকার"**। কিন্তু বাস্তবতা হলো- বিশ্বের শত শত মিলিয়ন দম্পতির কাছে জন্মনিরোধক সামগ্রী ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক তথ্য পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। দরিদ্র এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে পরিবার পরিকল্পনার অপূর্ণ চাহিদা চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে। একজন মহিলা সহজেই তা প্রতিরোধ করতে পারেন, যদি শুধুমাত্র তার জন্য জন্মনিরোধক সামগ্রী সহজলভ্য করা হয়। কনডম সংগ্রহ করতে না পারার কারণে বিশ্বে প্রতি মিনিটে ৬৫০ জন মানুষ যৌনবাহিত রোগে সংক্রমিত হয় এবং প্রায় ১০ জন নতুনভাবে এইচআইভিতে আক্রান্ত হয়। উন্নয়নশীল দেশে প্রজনন বয়সের অর্ধেকেরও বেশী মহিলা সেসব দেশে তৃতীয় সর্বোচ্চ জন্মনিরোধক সামগ্রীপ্রাপ্তি থেকেও বঞ্চিত হচ্ছেন। জন্মনিরোধক সামগ্রীর পছন্দানুযায়ী ব্যবহার বাড়াতে হলে এগুলোর সহজলভ্যতা নিশ্চিত করে এসব ক্ষেত্রে পরিচর্যার মান উন্নত করতে হবে।

অপূর্ণ চাহিদা: বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট

সারা বিশ্বেই জনসংখ্যা ও জন্মনিরোধক সামগ্রীর চাহিদা বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে পরিবার পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে যথার্থ পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন, কারণ প্রতি মিনিটে ১৯০ জন মহিলা অপরিকল্পিত বা অপ্রত্যাশিত গর্ভধারণের মুখোমুখি হন। বিশ্বে প্রায় ৩৫ কোটি মহিলা তাদের দেশে প্রাপ্ত জন্মনিরোধক পদ্ধতির সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এমনকি ৫০ কোটি মহিলা পদ্ধতির ক্ষেত্রে তৃতীয় নির্বাচিত জন্মনিরোধক সামগ্রীটিও পাচ্ছেন না। ৯টি সাব-সাহারান আফ্রিকান দেশে ৩০ শতাংশেরও বেশি মহিলা জন্মনিরোধক সামগ্রী সরবরাহ পান না। বিশ্বের আরও ১৫টি দেশে এ সরবরাহ না পাওয়ার হার ২০ থেকে ৩০ শতাংশ।

পরিবার পরিকল্পনার অপূর্ণ চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হলে ল্যাটিন আমেরিকান ও ক্যারিবিয়ান দেশসমূহে জনউর্বরতা ৩৫ শতাংশ, আরব দেশসমূহ এবং পূর্ব ও দক্ষিণ আফ্রিকায় ২০ শতাংশ এবং এশিয়া ও পশ্চিম আফ্রিকায় ১৫ শতাংশ কমে যাবে।

বাংলাদেশে বর্তমানে (বিডিএইচএস-২০০৭) পরিবার পরিকল্পনার অপূর্ণ চাহিদার হার ১৭.৬ শতাংশ। ২০০৪ সালে অপূর্ণ চাহিদার হার ছিল ১১.৩ শতাংশ। বর্তমানে বিভাগভিত্তিক অপূর্ণ চাহিদার হার হচ্ছে– সিলেট বিভাগ ২৫.৮, চট্টগ্রাম বিভাগ ২৩.৯, বরিশাল বিভাগ ২০.৬, ঢাকা বিভাগ ১৮.০, খুলনা বিভাগ ১২.৫ ও রাজশাহী বিভাগ ১২.২। অপূর্ণ চাহিদার গ্রাম ও শহরভিত্তিক হার হচ্ছে যথাক্রমে ১৮.৪ ও ১৪.৮। বয়সভিত্তিক অপূর্ণ চাহিদার হার ১৫-১৯ বছর বয়সীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি, ১৯.৮ শতাংশ এবং অন্যান্য বয়সগ্রুপে এ হার ১০.৪ থেকে ১৮.৭-এর মধ্যে। তবে গত ১৩ বছরে ১৫-১৯ বছর বয়সী দম্পতিদের মধ্যে পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার ১৯.৬ থেকে ৩৭.৬ শতাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে (বিডিএইচএস ১৯৯৩-৯৪ এবং ২০০৭)।

মাতৃমৃত্যু: বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট

প্রতি বছর বিশ্বে সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে বা গর্ভধারণ ও প্রসব-সংক্রান্ত জটিলতার কারণে ৫ লাখ ৩৬ হাজার মহিলা মারা যান এবং এদের ৯৯ শতাংশই উন্নয়নশীল দেশের বাসিন্দা। এ মৃত্যুর অর্ধেকের বেশি হয় শুধুমাত্র আফ্রিকা মহাদেশে। আফ্রিকার একজন মহিলার ক্ষেত্রে গর্ভধারণ ও সন্তান জন্মদানের কারণে মৃত্যুর সম্ভাবনা যেখানে প্রতি ২৬ জনে মাত্র একজন, সেখানে এ মৃত্যুর সংখ্যা সম্পদশালী বিশ্বে প্রতি ৭ হাজার ৩ শ' জনে মাত্র একজন।

উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ১৫-১৯ বছর বয়সী মেয়েদের মৃত্যুর প্রধান কারণ গর্ভ ও প্রসবজনিত জটিলতা। অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভধারণ প্রতিরোধ করা গেলে গর্ভপাতের সংখ্যা কমাতে তা সাহায্য করবে। বিশ্বব্যাপী গর্ভপাতজনিত ৯০ শতাংশ মৃত্যু ও বিকলাঙ্গতা পরিহার করা সম্ভব হতো, যদি গর্ভধারণ পরিহার কিংবা স্থগিত করতে চেয়েছিলেন এমনসব মহিলাদের জন্য যথাযথ জন্মনিরোধক সামগ্রী নিশ্চিত করা যেতো।

দরিদ্র মহিলারাই হচ্ছেন সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ, কারণ অনিরাপদ গর্ভপাতের ৯৭ শতাংশই ঘটে উন্নয়নশীল দেশসমূহে এবং এদের সংখ্যা হলো বছরে ১ কোটি ৯০ লাখ। প্রতি বছর বিশ্বে ৬৮ হাজার মহিলার মৃত্যু হয় অনিরাপদ গর্ভধারণের কারণে এবং একই কারণে ৫৩ লাখ মহিলা বিকলাঙ্গ হয়ে পড়েন। যেসব দেশে মাতৃমৃত্যুর হার সর্বোচ্চ পর্যায়ে রয়েছে সেসব দেশে এ হার কমানোর ক্ষেত্রে অগ্রগতি খুব কমই হয়েছে। অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভধারণ প্রতিরোধ করা গেলে গর্ভপাতের সংখ্যা কমাতে তা সাহায্য করবে। বাংলাদেশে গর্ভধারণ ও প্রসব-সংক্রান্ত জটিলতার কারণে প্রতি বছর ১২ হাজার মহিলা মারা যান। অর্থাৎ প্রতি হাজার জীবিত শিশু জন্ম দিতে গিয়ে ৩.২ (বিএমএমএস ২০০১) জন মা মারা যান। বাল্যবিবাহ হ্রাস, ঘন ঘন ও অধিকসংখ্যায় সন্তান-জন্মদান, অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভধারণ রোধ এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মাধ্যমে প্রসবকাজ করানো গেলে এ মৃত্যু অনেকাংশে হ্রাস করা সম্ভব হবে। বাংলাদেশে বর্তমানে (বিডিএইচএস ২০০৭) মাত্র ১৮ শতাংশ প্রসব সম্পন্ন হয় চিকিৎসক, প্রশিক্ষিত নার্স/মিড ওয়াইফ/প্যারামেডিক্স এবং সিএসবিএ দ্বারা। ২০০৪ সালে এ হার ছিল ১৩ শতাংশ। বর্তমান স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা সেক্টর কর্মসূচিতে জরুরী প্রসূতি সেবাসুবিধার সম্প্রসারণ, ইউনিয়ন পর্যায়ে সেবাকেন্দ্রের সম্প্রসারণ, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ কর্মীর সংখ্যা বৃদ্ধি, গর্ভবতীর যত্ন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণের ফলে মাতৃ ও শিশুমৃত্যুর হার আগের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে। সকলের জন্য পরিবার পরিকল্পনা সেবা নিশ্চিত করতে পারলে বিশ্বে মাতৃমৃত্যু এক-তৃতীয়াংশ এবং শিশুমৃত্যু ২০ শতাংশ হ্রাস করা সম্ভব। গবেষকদের মতে, পরিবার পরিকল্পনা সেবা নিশ্চিত করতে পারলে বিশ্বে প্রতিবছর প্রায় ১ লাখ ৭৫ হাজার মহিলার প্রাণ রক্ষা করা যেতে পারে। উন্নয়নশীল বিশ্বে আধুনিক জন্মনিরোধকের ব্যবহার প্রতিবছর ২৭ লাখ শিশুর জীবন বাঁচায়। দুসন্তানের মাঝে জন্মবিরতি দুবছর পর্যন্ত বৃদ্ধি করা গেলে ৫ বছরের কম বয়সী ১০ লাখেরও বেশি শিশুর জীবন বাঁচানো সম্ভব হবে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির চিত্র : বিশ্ব ও বাংলাদেশ

বর্তমানে বিশ্বের জনসংখ্যা প্রায় ৬৭০ কোটি। অথচ মাত্র ২০ বছর আগে ১৯৮৭ সালে এই বিশ্বে জনসংখ্যা ছিল ৫০০ কোটি। অর্থাৎ প্রতিবছর এই বিশ্বে জনসংখ্যা বাড়ছে ৮ কোটিরও বেশি করে। বিশ্ব জনসংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে জাতিসংঘের প্রক্ষেপণ হচ্ছে- ২০৫০ সালে বিশ্ব জনসংখ্যা বর্তমানের ৬৭০ কোটি থেকে ২৫০ কোটি বৃদ্ধি পেয়ে ৯২০ কোটিতে গিয়ে দাঁড়াবে। তবে জনউর্বরতার বর্তমান হার অব্যাহত থাকলে বর্তমান জনসংখ্যার সাথে আরো ৫০০ কোটি জনসংখ্যা যোগ হয়ে ২০৫০ সালে বিশ্ব জনসংখ্যা দাঁড়াবে প্রায় ১,২০০ কোটিতে।

বাংলাদেশে বিগত কয়েক শতকের জনসংখ্যা বৃদ্ধির তথ্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এ ভূখণ্ডে ১৬৫০ খ্রিষ্টাব্দে জনসংখ্যা ছিল মাত্র ১ কোটি এবং তা ২০০ বছর পর বৃদ্ধি পেয়ে দ্বিগুণ অর্থাৎ ২ কোটি হয়। এই ২কোটি জনসংখ্যা ৪কোটি ১৯ লাখ হয় ৯১ বছর পর অর্থাৎ ১৯৪১ সালে। পরবর্তীতে মাত্র ৪০ বছর পর অর্থাৎ ১৯৮১ সালে জনসংখ্যা আবারো দ্বিগুণের বেশি হয়ে দাঁড়ায় ৮ কোটি ৯৯ লাখে। বর্তমানে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ১৪ কোটি ৬ লাখ এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৪১ (বিবিএস ২০০৭)। প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৯৫৩ জন মানুষ বাস করে। বর্তমান হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি অব্যাহত থাকলে আগামী প্রায় ৪৯ বছরে বাংলাদেশের জনসংখ্যা দ্বিগুণ হবে। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, বর্তমান লক্ষ্য অনুযায়ী ২০১০ সালের মধ্যে নীট প্রজনন হার ১ অর্জন করা গেলেও ২০২০ সালে বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ১৭কোটি ২০ লাখে পৌঁছুবে এবং ২০৬০ সালে ২১ কোটিতে গিয়ে স্থির হবে। প্রতিস্থাপনযোগ্য জনউর্বরতা অর্জন আরও ১০ বছর বিলম্বিত হলে কমবয়সী জনসংখ্যা-কাঠামো থেকে সৃষ্ট গতিময়তার কারণে জনসংখ্যা স্থিতাবস্থায় পৌঁছতে আরও ২৫ বছর লাগবে এবং তখন অর্থাৎ ২০৮৫ সালে দেশের জনসংখ্যা হবে ২৫ কোটি। এর ফলে বাংলাদেশের সীমিত পরিমন্ডলে বাড়তি জনসংখ্যার জন্য খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও যোগাযোগ অবকাঠামোসহ মৌলিক প্রয়োজন পূরণ আরো কষ্টসাধ্য হবে। এজন্য ২০০৪ সালে প্রণীত 'বাংলাদেশ জনসংখ্যা নীতি'র মুখ্য উদ্দেশ্য সম্পর্কে ৪.৮- ধারায় বলা হয়েছে: দেশের সীমিত সম্পদের কথা বিবেচনা করে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রিত করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে **'দুটি সন্তানের বেশি নয়, একটি হলে ভাল হয়'** এ শ্লোগানকে জনপ্রিয় ও প্রতিষ্ঠিত করতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে।

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধান উপদেষ্টা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
২৭ আষাঢ় ১৪১৫
১১ জুলাই ২০০৮

বাণী

অন্যান্য দেশের সঙ্গে বাংলাদেশেও ১১ জুলাই বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস পালিত হচ্ছে জেনে আমি খুশি হয়েছি। দেশের বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে এ বছরের দিবসটির প্রতিপাদ্য **"পরিকল্পিত পরিবার সবার অধিকার, নিশ্চিত করি এ অঙ্গীকার"** নির্ধারণ যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

প্রতিটি দম্পতিরই পরিকল্পিত পরিবার গড়ার অধিকার রয়েছে। এ অধিকার বাস্তবায়নে দেশের প্রতিটি দম্পতির কাছে চাহিদা অনুযায়ী পরিবার পরিকল্পনা এবং মা ও শিশুস্বাস্থ্য সেবা ও তথ্য পৌঁছে দিতে হবে। এ কাজে সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা, ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে আরও সক্রিয় ও আন্তরিকতার সাথে এগিয়ে আসতে আমি উদাত্ত আহ্বান জানাই।

আমি বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস ২০০৮-এর সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

ফখরুদ্দীন আহমদ

بسم الله الرحمن الرحيم

উপদেষ্টা
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
এবং
খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

প্রতি বছরের মতো এবারও ১১ জুলাই বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে বাংলাদেশে বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস পালিত হচ্ছে। দিবসটি উপলক্ষে জনগণকে পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে সঠিক তথ্য প্রদান ও এ সংক্রান্ত সেবা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে জাতীয় পর্যায় থেকে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশের বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে পরিকল্পিত পরিবার গঠনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। একটি পরিবারে সদস্য সংখ্যা সীমিত থাকলে পরিবারের সকল সদস্যই তার সুফল ভোগ করেন। কিন্তু প্রয়োজনীয় তথ্য ও সেবার অভাবে সারাবিশ্বে লাখ লাখ দম্পতি পরিকল্পিত পরিবার গঠনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। আমাদের দেশেও দম্পতিদের একটি উলেখযোগ্য অংশ এ সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। আবার অনেক ক্ষেত্রে সঠিক তথ্য না পাওয়ার কারণে তারা বিভ্রান্তির শিকারও হচ্ছেন। এ প্রেক্ষাপটে বিশ্ব জনসংখ্যা দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় 'It's a right, let's make it real'. অত্যন্ত সময়োপযোগী বলে আমি মনে করি।

বাংলাদেশে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের উলেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে। পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার ১৯৭৫ সালের ৭.৭ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ৫৫.৮ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৪১ এবং মোট প্রজনন হার (TFR) ২.৭। পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন আন্তরিকভাবে দায়িত্বপালন করলে স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা সেক্টর কর্মসূচির লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ২০১০ সালের মধ্যে পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার ৭২ শতাংশে উন্নীত করা এবং মোট প্রজনন হার (TFR) ২.২ অর্জন করা সম্ভব বলে আমি বিশ্বাস করি।

আমি বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস ২০০৮ এর সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

ড. এ এম এম শওকত আলী

Additional Secretary
Ministry of Health & Family Welfare
Government of the People's Republic of Bangladesh
Dhaka.

বাণী

বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে বাংলাদেশে অন্যান্য বছরের ন্যায় বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। অন্যান্য দেশের মতো আমাদের দেশেও পরিকল্পিত পরিবারের সুফল সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়ায় পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার আগের তুলনায় বেড়েছে। এসব দম্পতির কাছে পরিবার পরিকল্পনার তথ্য ও সেবা পৌঁছে দেয়া সেবা প্রদানকারীদের যেমন দায়িত্ব তেমনি এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সেবা পাওয়াও সেবাগ্রহীতাদের অধিকার। এ প্রেক্ষাপটে, এবারের বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস-এর নির্ধারিত প্রতিপাদ্য **'পরিকল্পিত পরিবার সবার অধিকার, নিশ্চিত করি এ অঙ্গীকার'** খুবই প্রাসঙ্গিক হয়েছে বলে আমি মনে করি। বিভিন্ন সরকারী দফতর **citizens charter** বা **"নাগরিক সেবা সনদ"** ঘোষণা করছে। এবারের জনসংখ্যা দিবসের প্রতিপাদ্যের সাথে এই ঘোষণা সমূহের সামঞ্জস্য রয়েছে।

বাল্যবিবাহ এবং অন্যান্য কারণে আমাদের দেশে মাতৃ ও শিশুমৃত্যুর হার এখনও অনেক বেশি। আবার বাল্যবিবাহের কারণে প্রজননকাল দীর্ঘায়িত হয় বলে কম বয়সী মহিলাদের মধ্যে অধিক সন্তান জন্মদানের প্রবণতা রয়েছে। বাংলাদেশে ২০০০ সনে পুরুষের গড় বিবাহের বয়স ছিল ২৭.৭ বছর এবং মহিলাদের ২০.৪ বছর। আশংকাজনকভাবে ২০০৬ সালে এই বয়স দাড়ায় ২৩.৪ ও ১৮.১ বছর। প্রতি ১০০০ প্রসবে ২০০০ সনে মাতৃ মৃত্যুর হার ছিল ৩.১৮। পরবর্তী বছরগুলোতে এই হার বৃদ্ধি পেয়ে ২০০২ সনে ৩.৯১ এ দাড়ায়। তবে ২০০৬ এ এই হার হয় ৩.৩৭। বিগত ২০০১ সনে Natural Growth Rate ছিল ১.৪০ যা ২০০৬ এ বেড়ে হয় ১.৮৯। জন্মনিয়ন্ত্রনের বিবেচনায় এই সূচকগুলো সন্তোষজনক নয়। তবে এক্ষেত্রে আশার কথা হলো, কম বয়সী দম্পতিদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার এদের মধ্যে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এজন্য এ বয়সের দম্পতিসহ প্রতিটি সক্ষম দম্পতির কাছে সেবা ও তথ্য পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকলকে আরো তৎপর হতে হবে।

এ বছরের জনসংখ্যা দিবসের প্রতিপাদ্য অনুযায়ী পরিকল্পিত পরিবার গড়ার বার্তা আরো দ্রুততার সাথে কার্যকরভাবে সর্বস্তরের জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছে দিতে হবে। সরকারী ও এনজিও স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মীদের জন্য এ এক বিশাল দায়িত্ব। বিশাল কর্মী বাহিনীর এই অঙ্গীকার আমাদেরকে অভিষ্ট লক্ষে পৌঁছাতে খুবই সহায়ক হবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস সর্বাংশে সফল হউক এ কামনা করছি।

মোঃ আবুল কালাম আজাদ

সচিব
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

আজ ১১ জুলাই, বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস। বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে দিবসটি পালিত হবে। এবারের বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস-এর প্রতিপাদ্য হলো 'It's a right, let's make it real.' যার বাংলা ভাবান্তর করা হয়েছে– **'পরিকল্পিত পরিবার সবার অধিকার, নিশ্চিত করি এ অঙ্গীকার'**।

পরিবার পরিকল্পনা বিশ্বব্যাপীই জীবনের মৌলিক অংশ হিসেবে স্বীকৃত। একটি দেশের প্রকৃত উন্নয়ন নির্ভর করে সীমিত জনসংখ্যার ওপর। জনসংখ্যাকে সীমিত রাখতে হলে প্রতিটি সক্ষম দম্পতির কাছেই পরিবার পরিকল্পনার সেবা পৌঁছে দেয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। এ প্রেক্ষাপটে দিবসটির প্রতিপাদ্য যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

আমাদের মাতৃ ও শিশুমৃত্যুর একটি বড় কারণ অল্পবয়সে বিয়ে এবং স্বল্পবিরতিতে ও অধিক সংখ্যায় গর্ভে সন্তানধারণ। মা ও শিশুর এ অকালমৃত্যু রোধ করতে হলে প্রতিটি সক্ষম দম্পতির জন্য পরিবার পরিকল্পনা এবং মা, শিশু ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করতে হবে। কিন্তু বিভিন্ন কারণে আমাদের দেশের প্রায় ১৮ শতাংশ দম্পতির কাছে জন্মনিরোধক সামগ্রী পৌঁছে দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। এজন্য প্রতিটি দম্পতির কাছে যথার্থ জন্মনিরোধক সামগ্রী সময়মতো পৌঁছে দেয়ার বিষয়ে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আরও তৎপর হতে হবে। পাশাপাশি প্রতিটি সক্ষম দম্পতিকেও সময়মতো সেবাগ্রহণে আরো উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে।

১৯৯৪ সালে কায়রোতে অনুষ্ঠিত জনসংখ্যা ও উন্নয়ন বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ২০১৫ সালের মধ্যে সার্বজনীন নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সকল দেশের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। এ আহ্বানে সাড়া দিয়ে সরকার (২০০৩-২০১০) সাল মেয়াদী স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা সেক্টর কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এ কর্মসূচি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাস্তবায়নে সমাজের সকল শ্রেণী ও পেশার জনগণ তাদের সহযোগিতা অব্যাহত রাখবেন বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়িত হোক, এ কামনা করছি।

এ কে এম জাফর উল্লা খান

দুটি সন্তানের বেশি নয়
একটি হলে ভাল হয়

মহাপরিচালক
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
২৭ আষাঢ় ১৪১৫
১১ জুলাই ২০০৮

বাণী

আজ ১১ জুলাই বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস। ১৯৮৭ সালের ১১ জুলাই বিশ্বের জনসংখ্যা ৫শ' কোটি পূর্ণ হয় এবং তখন থেকেই বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও যথাযোগ্য মর্যাদায় বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য **'পরিকল্পিত পরিবার সবার অধিকার, নিশ্চিত করি এ অঙ্গীকার'** বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে যথার্থ এবং সময়োপযোগী।

বিশ্বের উন্নত দেশগুলো আজ প্রতিটি নাগরিকের জন্য পরিবার পরিকল্পনার তথ্য ও সেবাকে তাদের মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেছে। এসব দেশ জনসংখ্যাকে সীমিত রাখার বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার ফলে সামগ্রিকভাবে দ্রুত উন্নয়ন ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশেও সরকারি ও বেসরকারীভাবে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম আজ সমগ্র দেশব্যাপী ব্যাপক কর্মসূচি নিয়ে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে, দেশে ও বিদেশে প্রশংসিত হচ্ছে আমাদের কার্যক্রম। পরিবার পরিকল্পনা এবং মা শিশুস্বাস্থ্য একটি অপরটির পরিপূরক। তাই, মা ও শিশুস্বাস্থ্যসহ অন্যান্য সেবাসুবিধা নিশ্চিত করার জন্য সমগ্র দেশব্যাপী তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত সেবা অবকাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে। কিন্তু বিদ্যমান সেবাকেন্দ্রগুলো হতে সেবা গ্রহণের হার এখনও আশানুরূপ নয়। তাই বর্তমান অপূর্ণ চাহিদা পূরণের জন্য গ্রহীতাদেরকে মানসম্মত সেবা প্রদানের জন্য আমাদের সকলকে সচেষ্ট হতে হবে।

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর হতে ইতোমধ্যেই দুর্গম, হাওর-বাওর, পাহাড়ী ও কোস্টাল এলাকাসহ বস্তি এলাকার জনগণকে পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য এবং প্রজনন স্বাস্থ্যসুবিধা প্রদানের জন্য নেয়া হয়েছে বিশেষ কর্মসূচি। আমি এসকল কর্মসূচির সুষ্ঠু বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিকতার সাথে কাজ করার আহ্বান জানাচ্ছি।

দিবসটি উদ্‌যাপনে গৃহীত সকল কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন হোক এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করছি।

কামরুন নেসা খানম

Executive Director
United Nations Population Fund
(UNFPA)

Message

Statement on the Occasion of World Population Day 2008

Today as we commemorate World Population Day, it is time to focus on an essential public health intervention-family planning. The decisions we make about childbearing are some of the most important decisions in our lives. And the benefits of family planning extend beyond our own lives into our families and nations. Today we would like to draw your attention to three good reasons for family planning.

First, family planning saves lives. It is a high-impact intervention that improves the health of women and mothers. Family planning enables women and couples to space their children and to avoid unwanted pregnancies. Along with skilled attendance at birth and emergency obstetric care, family planning is a proven intervention to achieve Millennium Development Goal number five to improve maternal health as world leaders have agreed. **Second,** family planning is essential to women's empowerment and gender equality. When a wo